

১৯৩

ব্যক্তিগত খেয়াল বা আবেগ আর জীবনের লক্ষ্যকে এক করে ফেলবেন না। লক্ষ্যকে যখন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবেন তখন তা আপনাকে আবেগের উর্ধ্বে নিয়ে যাবে।

১৯৪

চেতনা, ব্যক্তি এবং কাজ যখন একাকার হয়ে যায়, তখনই সে চেতনা বিকশিত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫

নিজের জীবনচােরে প্রতিফলিত না হলে মৌখিক স্বীকৃতি বা বিশ্বাস অর্থহীন।

১৯৬

প্রচলিত সংস্কার যখন ধর্মাচারের রূপ নেয় তখন ধর্মের গণ্ডি ক্ষুদ্র হয়ে আসে। আর ধর্ম যখন সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়, সে তার আপন উদারতা ও উজ্জ্বলতায় প্রস্ফুটিত হয়।

১৯৭

কোনো চেতনা, ধর্ম বা সংস্কৃতি জয়ী হয় তার অন্তর্নিহিত কল্যাণকামিতা, মমতা, উদারতা ও আলোকময়তা দ্বারা, অস্ত্র বা চাপের মুখে নয়।

১৯৮

বিশুদ্ধ ও প্রাকৃতিক হওয়া মানে শাস্ত্রত চেতনাকে আধুনিকতার রঙে নিজের জীবনে ধারণ করা, ব্যাকডেটেড বা প্রাচীন হওয়া নয়।

১৯৯

রাগের অন্তর্মুখী প্রকাশ হচ্ছে ক্ষোভ। আর দুর্ব্যবহার ও ঘৃণা আপনার ভেতরের হীনম্মন্যতার বহিঃপ্রকাশ।

২০০

প্রতিটি ঘটনার ভালো দিকগুলোকে গ্রহণ করুন। আপনার অর্জনের পরিমাণ বাড়তে থাকবে।

২০১

বুদ্ধিমান নিজের ভুল বুঝতে পারেন, আর আহাম্মক অন্যের ভুল ধরতেই বেশি ব্যস্ত থাকে।

২০২

যখন নিজের কাছে নিজে জবাবদিহি করতে পারবেন, তখন আপনার ভুলের পরিমাণও কমতে থাকবে।

২০৩

অন্যদের ভুলগুলোকে ততবার ক্ষমা করুন যতবার আপনি নিজে স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রত্যাশা করেন।

২০৪

‘দুঃখিত’ মানে ভুলের জন্যে শুধু দুঃখ প্রকাশ করা নয়, বরং ভবিষ্যতে সে ভুলের পুনরাবৃত্তি না করা।

২০৫

মস্তিষ্ক দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না, বিশ্বাস করতে হয় হৃদয় দিয়ে।

২০৬

বিশ্বাস ও কাজের গতি এক চমৎকার সুচক্রে ঘূর্ণায়মান। বিশ্বাস কাজের গতি সৃষ্টি করে, আর কাজের গতি বিশ্বাসকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

২০৭

বিশুদ্ধ নিয়ত, সক্রিয় উদ্যোগ, আন্তরিক কাজ এবং সংসঙ্গে একাত্মতা জীবনে স্রষ্টার রহমত আনে।

২০৮

জীবনকে আনন্দময় করার জন্যে অনেক বস্তু নয়, প্রয়োজন সঠিক জীবনদৃষ্টি।

২০৯

একজন ভোগবাদীর সবচেয়ে বড় ভয় হলো মৃত্যুভয়।

২১০

দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক না হলে অর্থ-বিত্ত বাড়ার সাথে সাথে নিরাপত্তাহীনতা ও অভাববোধও বাড়তে থাকে।

২১১

যত আপনি বিলিয়ে দিতে পারবেন তত আপনার প্রাচুর্য বাড়তে থাকবে। যত আপনি কুক্ষিগত করে রাখবেন তত আপনার অভাববোধ বাড়বে।

২১২

‘নিয়ম অন্যদের জন্যে, আমি নিয়মের ব্যতিক্রম’- এ ভাবনাই সজ্ঞাবদ্ধ কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

২১৩

বিশৃঙ্খলা বা বিরুদ্ধাচরণ এবং অহম একটি অপরটির পরিপূরক।

২১৪

যে খ্যাপে, তাকেই খ্যাপানো হয়।

২১৫

আকাশকুসুম স্বপ্নচারী, দৃষ্টিস্তাকারী, সংকট সৃষ্টিকারী, শতভাগ নিশ্চুঁত কর্মসম্পাদনকারী ও সব কাজের কাজি-দীর্ঘসূত্রীদের মধ্যকার কয়েকটি শ্রেণী।

২১৬

কাজ শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ। আর সে কাজের পেছনে নিরলসভাবে লেগে থাকা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

২১৭

একঘেয়েমিপূর্ণ কোনো কাজ শেষে নিজেকে নিজে পুরস্কৃত করুন। এতে কাজের উদ্যম বহুগুণে বেড়ে যাবে।

২১৮

একজন অনন্য মানুষ ব্যতিক্রম ও অনন্যতাকে নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধা করে আর সেই সাথে জানে বিস্ময় সৃষ্টি করার শক্তি তার মাঝেও সুপ্ত রয়েছে।

২১৯

নিজের কর্মক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে বেশি করে ভাবুন। আপনি যা যা পারেন তার তালিকা তৈরি করুন। গুণগুলো যত বিকশিত হবে সীমাবদ্ধতাকে তত অতিক্রম করতে পারবেন।

২২০

নির্বোধরা গাধার মতো খেটে নিষ্ফল কাজ করে। আর বুদ্ধিমানরা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে অল্প কাজে বেশি ফল লাভ করে।

২২১

তাত্ত্বিক শিক্ষা এক বছরে যা শেখায়, বাস্তব অভিজ্ঞতা এক দিনে তার চেয়ে বেশি শেখায়।

২২২

একটি তরঙ্গের অস্তিত্ব ততক্ষণই যতক্ষণ তার গতি আছে। গতি থেমে গেলে তরঙ্গও বিলীন হয়ে যায়।

২২৩

জীবনে চলার পথে দুঃখ আসতেই পারে। কিন্তু দুঃখের সাগরে নিজেকে নিমজ্জিত রাখবেন না। যে রকম মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখিকে আপনি চুলে বাসা বাঁধতে দেন না।

২২৪

দুঃখ বা শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে শিখুন। আপাত ব্যর্থতাও নতুন সাফল্যের জন্যে প্রেরণা যোগাবে।

২২৫

যার কথার চেয়ে কাজের পরিমাণ বেশি, সাফল্য তার কাছেই এসে ধরা দেয়। কারণ যে নদী যত গভীর তার বয়ে যাওয়ার শব্দ তত কম।

২২৬

নীরব কাজ সবচেয়ে সফল প্রচারক।

২২৭

প্রতিটি বৈষম্যের পেছনে রয়েছে বৈষম্যকারীর হারাবার আশঙ্কা নয়তো ঈর্ষা।

২২৮

শোষকের সহযোগী হওয়ার মধ্যে কোনো গৌরব নেই বরং শোষণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার চেষ্টাই মহত্বের।

২২৯

বুদ্ধিমান প্রতিকারের চেষ্টা করে। আর নির্বোধ প্রতিবাদ আর হৈচৈ করে সময় নষ্ট করে।

২৩০

গীবত ও পরচর্চা অবচেতন অহমেরই বহিঃপ্রকাশ। অন্যের নিন্দার মূলে রয়েছে আত্মপ্রসাদ কিংবা হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত আমি’কে লুকানোর প্রবণতা।

২৩১

সহজেই কাউকে বিশ্বাস করবেন না। সময় নিন, যাচাই-বাছাই করুন, এরপর সিদ্ধান্ত নিন। কিন্তু একবার বিশ্বাস করলে তা পুরোপুরি করুন।

২৩২

ছোট ছোট ভুলের ক্ষেত্রে সচেতন হোন। একটি ছোট ছিদ্র বিশাল জাহাজকেও ডুবিয়ে দিতে পারে।

২৩৩

অন্যের কল্যাণে আন্তরিকভাবে আগ্রহী হোন। তাদের কথা সবসময় মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনার অল্প কথাই তখন তাদের অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করবে।

২৩৪

পরামর্শ গ্রহণের মানসিকতা তৈরি হলে তবেই পরামর্শ দিন। অযাচিত উপদেশ বা পরামর্শ দেয়া থেকে বিরত থাকুন।

২৩৫

আলস্য হচ্ছে নরকে যাওয়ার প্রধান রাজপথ।

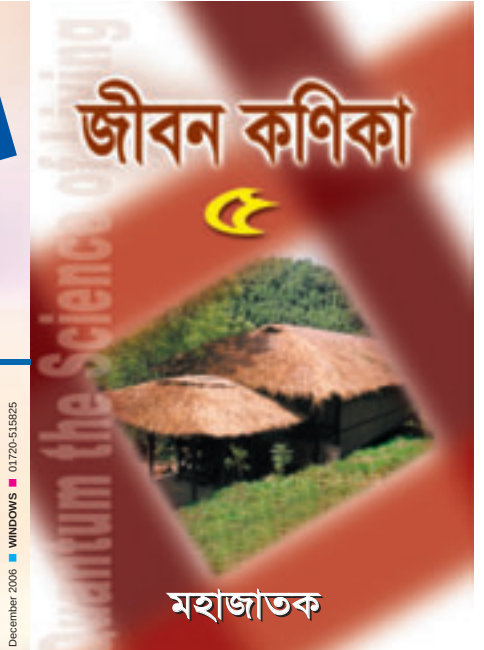
২৩৬

সময়ানুবর্তী হয়ে সুপরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ কাজ না করাই হচ্ছে আলস্য। সফলদের উত্থান হয় কাজের মধ্য দিয়ে, আর ব্যর্থতা ও পতন আসে আয়েশ ও আলস্যের পথ ধরে।



নতুন সহস্রাব্দের জীবন যাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথড সম্পর্কে আরো জানতে হলে এবং প্রয়োজনীয় বই, স্মারক, সিডি, ক্যাসেট, কণিকা, বুলেটিন, ব্রোশিউর ও অন্যান্য প্রকাশনার জন্যে আপনার নিকটবর্তী সেন্টার/শাখা বা সেলে যোগাযোগ করুন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
কেন্দ্রীয় দফতর :
১১৯/পি শান্তিনগর (দোতলা), ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
চট্টগ্রাম : ০৩১-৬৫৩৬৮৮, ০১৭১১-৩৯৩০১০
সিলেট : ০৮২১-৭১১৬১২, ০১৭১১-২৮০৬৫২
রাজশাহী : ০৭২১-৭৭১৫৫০, ০১৭১১-১০৪২৮৯
মিরপুর : ৮০৬১০৭৫, ০১৭১৭-১৪৪৭২৪
সেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ও কোয়ান্টাম ল্যাব :
৮৩২২৯৮৭, ৯৩৫১৯৬৯, ০১৭১৪-০১০৮৬৯
E-Mail : info@quanfey.org
Web Site : www.quantummethod.org



December 2006 ■ WINDOWS ■ 01720-515825